যুগান্তর

তারিখ ... 03 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮ ...

সব 'পিস স্কুল' বন্ধের নির্দেশ

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে পরিচালিত 'পিস স্কুল ও কলেজ' বন্ধ করে দিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার সকালে এ সংক্রান্ত একটি পত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এছাড়া ঢাকার লালমাটিয়ায় অবস্থিত পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রাথমিক অনুমোদন বাতিলের নির্দেশ ঢাকা বোর্ডকে দেয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ওই নির্দেশনা পেয়ে মঙ্গলবারই বোর্ড কর্তৃপক্ষ স্কুলটির অনুমোদন বাতিল করেছে।

দেশের পিস স্কুল ও কলেজের কার্যক্রম এবং ইতিবৃত্ত বিস্তারিত তদন্তের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করছে। শিক্ষা সচিবকে প্রধান করে ওই কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব যুগান্তরকে জানান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদনের তথ্যমতে দেশে 'পিস' নামযুক্ত ২৭টি স্কুল ও কলেজ

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

সব 'পিস স্কুল' বন্ধের নির্দেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৬টির মধ্যে ৩টি ঢাকা বোর্ডের অনুমোদন নেয়া। বাকি তিনটি অবৈধভাবে চলছে। অনুমোদিত তিনটির একটি স্কুল, বাকি দুটি কলেজ। ঢাকার তিনটিসহ দেশের ২৪টি অবৈধ স্কুল ভেঙে দিতেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে। অনুমোদিত তিনটির মধ্যে ঢাকার লালমাটিয়ায় অবস্থিত পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বিরুদ্ধে বিতর্কিত কার্যক্রমে লিপ্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এ কারণে লালমাটিয়ার পিস স্কুলটির পাঠদানের অনুমতি বাতিল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, কলেজ দুটির একটি 'ঢাকা পিস কলেজ' ভাটারা থানার নতুনবাজারে অবস্থিত। অপরটি 'পিসফুল কলেজ' অবস্থিত বনশ্রীতে। আমরা কলেজ দুটির তথ্য চেয়েছি। কিন্তু তারা কোনো তথ্য দেয়নি। এ পরিস্থিতিতে আমরা কাল (আজ) এ দুটি কলেজের অনুমোদন বাতিলের সুপারিশ করে চিঠি পাঠাব।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অন্যত্র যেন লেখাপড়া করতে পারে, প্রয়োজনে আমরা সেই ব্যবস্থা নেব। অননুমোদিত প্রতিষ্ঠান তিনটি উত্তরা, ধানমণ্ডি ও মিরপুরের রূপনগরে অবস্থিত। তবে ঢাকার মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায় আরেকটি অবৈধ স্কুল আছে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে উত্তরার স্কুলটি বেশি ভয়ংকর। সেটির 'থিম সং'য়ে আপত্তিকর কথা আছে বলে জানান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান।

ভারতের ধর্মবিষয়ক টিভি উপস্থাপক ড. জাকির নায়েকের 'পিস' টিভির নামের সঙ্গে মিলিয়ে একটি গোষ্ঠী বাংলাদেশে স্কুল ও কলেজ খুলেছে। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের সরেজমিন পরিদর্শন ও গোয়েন্দা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, এ মুহূর্তে দেশের ১৫ জেলায় পিস নামের ২৭টি স্কুল আছে। তবে প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের স্কুল শতাধিক। বেশকিছু স্কুলের চেয়ারম্যানসহ পরিচালনা কমিটিতে আওয়ামী লীগ বা বিএনপির কিছু নেতাকর্মী থাকলেও নেপথ্যে আছে জামায়াতেরই লোকজন। তাদেরই হাতে এসব স্কুলের মালিকানা। পুরোপুরি জামায়াতে ইসলামীর আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা ও রাজনৈতিক আদর্শেই পরিচালিত হয় এসব স্কুল ও কলেজ। অভিযোগ আছে, শুধু আর্থিকভাবে লাভবানের জন্য এসব স্কুল পরিচালিত হচ্ছে না। বাস্তবে এর পেছনে জামায়াতি আদর্শ প্রচার ও লালন চলছে। ১ জুলাই গুলশান হামলার ঘটনায় জড়িত জঙ্গিদের মধ্যে অন্তত দু'জন জাকির নায়েকের পিস টিভিতে দেয়া বক্তব্য শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছে বলে অভিযোগ আছে। এ কারণে বাংলাদেশে পিস টিভির সম্প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এরপরই 'পিস' নামের স্কুল ও কলেজের বিষয়েও আপত্তি ওঠে বিভিন্ন মহল থেকে। অবশ্য মার্চ থেকেই গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় কমিশনারদের পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে পরিদর্শন ও তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

- ঢাকার বৈধ স্কুলের অনুমোদন বাতিল
- আরও দুটি কলেজের অনুমোদন আজ বাতিল হচ্ছে
- সব স্কুলের কার্যক্রম তদন্তে শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে কমিটি হচ্ছে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব বলেন, স্কুল ২৭টি থাকুক আর শতাধিক; সবই বন্ধ করে দিতে আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি লিখেছি। আর যেগুলো বোর্ডের অনুমোদন নেয়া, সেগুলোও পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে দেয়া হবে। বন্ধের আগে বোর্ডগুলো কিছু প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে। এসব স্কুল কী পড়াচ্ছে। কোন কারিকুলাম ও পাঠ্য অনুসরণ করছে। সরকারি কারিকুলাম পড়ায় কিনা। এসব তথ্য জানতে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে দুই সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি পৃথক তদন্ত করেছে। সংস্থাটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে যুগান্তরকে জানান, 'কমিটি আজই প্রতিবেদন দিয়েছে। আমি এখন পর্যন্ত দেখিনি তাতে কী আছে। তবে যাই থাকুক, বিস্তারিত তথ্য ও সুপারিশ মন্ত্রণালয়কে জানানো হবে।'

ঢাকার বাইরে অবৈধ স্কুল কোথায় আছে : গোয়েন্দা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ময়মনসিংহের বাউন্ডারি রোড, কিশোরগঞ্জ উকিলপাড়া, গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তায় পিস নামের স্কুল ও কলেজ আছে। চট্টগ্রাম বিভাগে মিরসরাই, রাউজান, দামপাড়া, নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ, বেগমগঞ্জ ও ফেনীতে কুমিল্লা বাস স্ট্যান্ডে পিস নামের স্কুল আছে। রাজশাহী বিভাগে শহরের তেরখাদিয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শান্তি মোড় ও শিবতলা, বগুড়ার জামিলনগর এবং সিরাজগঞ্জের সিরাজী সড়কেও গড়ে উঠেছে এ নামের স্কুল। খুলনা বিভাগে শহরের সোনাডাঙ্গা, কুষ্টিয়ার কোর্টপাড়া, রংপুরের পূর্ব পর্যটনপাড়া, দিনাজপুরের ডায়াবেটিকস মোড়, লালমনিরহাটে বিসিক শিল্প নগরীতে, ঠাকুরগাঁওয়ে পূর্ব গোপালপাড়া, বরিশালে কলেজ এভিনিউ এবং ভোলায় মহাজনপট্টিতেও 'পিস' নামের স্কুল গড়ে উঠেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, রাজধানীতে পিস স্কুল ও কলেজ পরিচালিত হচ্ছে ইনভাইট পিস লিমিটেড নামক একটি কোম্পানির মাধ্যমে। এর চেয়ারম্যান শিবিরের সাবেক সভাপতি আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ। এ ইনভাইট পিস লিমিটেডই ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, বগুড়া, রংপুর, কুষ্টিয়া, গাজীপুর, ফেনী, নোয়াখালী, দিনাজপুর ও খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিস্তার করেছে। কিন্তু অধিকাংশেরই অনুমোদন নেয়া হয়নি।